মার্কিন বার্তা

Public Affairs Office of the U.S. Consulate General Calcutta

AMERICAN CENTER 38-A, Jawaharlal Nehru Road, Calcutta 700 071
Tel: 2288-1200 (7 Lines) Fax: 033-2288-1616/9460 E-mail: pacal@state.gov

নিরীহ নারী ও কিশোরীদের সংহার করে চলেছে এইচআইভি/এইডস

ডেভিড সি মালফোর্ড
(ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত)

১ ডিসেম্বর পালিত হল বিশ্ব এইডস দিবস হিসাবে। এটি এমন একটি দিন যখন আমরা বেদনার্ত চিত্তে স্মরণ করি সমগ্র বিশ্বের ২ কোটিরও বেশি নিরীহ মানুষ ও শিশুর কথা যাঁদের অমূল্য জীবন অকালেই ঝরে গেছে এই রোগে আক্রান্ত হয়ে। আমরা আতঙ্কে শিহরিত হই আরও লক্ষ লক্ষ মানুষের কথা ভেবে যাঁরা এখন এই রোগের কবলে পড়েছেন। এইচআইভি/এইডস রোগে মৃত মানুষদের প্রতি শোক প্রকাশে ভারতীয়দের সঙ্গে শামিল হয়েছে মার্কিন জনগণও।

ভারতের সামনে আজ জনস্বাস্থ্যের সবচেয়ে বড় বিপদ হল এইচআইভি/এইডস। এই মহামারীর এক অতি সঙ্কটজনক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে ভারত। ইতিমধ্যেই লক্ষ লক্ষ ভারতীয় এই ভাইরাসে আক্রান্ত। শুধু গত বছরেই আরও ৫ লক্ষ মানুষের শরীরে এইডস বাসা বেঁধেছে বলে সাম্প্রতিকতম হিসাবে দেখা যাচ্ছে। আমরা এখনও পারি এই মহামারীর গতি রুখে দিতে। আমি আনন্দের সঙ্গে আবারও জানাচ্ছি, এই সর্বনাশা রোগের মোকাবিলায় ভারতকে সাহায্য করতে আমেরিকা সবসময় তৎপর।

এবার বিশ্ব এইডস দিবসের মূল বিষয় হল, 'নারী, কিশোরী এবং এইচআইভি/এইডস'। ভারতে এইডস রোগাক্রান্তদের মধ্যে শতকরা ৩৬ জন মহিলা। বাস্তবে সংখ্যাটা আরও বাড়তে পারে। আফ্রিকার মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলে এই অনুপাত ৫৭ শতাংশ। বিশেষ করে কিশোরীদের অবস্থা ভয়ানক। আফ্রিকার কিছু সম্প্রদায়ের মধ্যে ১৫-১৯ বছরের শতকরা ২০ জন কিশোরীর শরীরে থাবা বসিয়েছে এইডস। তুলনায় একই বয়সের শতকরা ৫ জন কিশোর এই ভাইরাসে আক্রান্ত। সারা বিশ্বে এইচআইভি ভাইরাস যুক্ত মানুষের মধ্যে শতকরা ৫০ জনই মহিলা।

মহিলাদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণ দ্রুত বাড়ছে নানা কারণে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল, নারী ও মেয়েদের নিম্নতর সামাজিক অবস্থান, পুরুষদের ব্যাভিচার, পতিতাবৃত্তি, শিশুদের যৌন নিপীড়ন এবং যৌনবৃত্তির জন্য নারী ও শিশু পাচারের মতো জঘন্য ঘটনা। এছাড়া একজন পুরুষ থেকে একজন নারীতে

এইচআইভি সংক্রমণের ঝুঁকি একজন নারী থেকে একজন পুরুষের মধ্যে সংক্রমণের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ বেশি।

ভারতে মহিলাদের মধ্যে এইডস সম্পর্কে সচেতনতা শোচনীয় ভাবে কম। কোনও কোনও অঞ্চলে শতকরা মাত্র ২০ জন মহিলা রোগটি সম্পর্কে সঠিক ভাবে জানেন। রোগাক্রান্ত মহিলারা চিকিৎসার সুযোগ পান না বরলেই চলে এবং নিজের পরিবারের মধ্যেই তাঁরা হয়ে পড়েন কালিমালিপ্ত এবং বিচ্ছিন্ন। বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে এও জানা যাচ্ছে যে মহিলাদের মধ্যে সিরিঞ্জের মাধ্যমে মাদক নেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে -- যা এইচআইভি সংক্রমণের আরও একটি পথ।

এমনকি নিজেরা সংক্রমিত না হলেও মহিলারা অন্য ভাবে এইচআইভি/এইডসের শিকার হয়ে পড়েন। কোনও না কোনও ক্ষেত্রে তাঁরাই অন্যের শুশ্রূষাকারিনী বা অনাথ শিশুর ভারও হয়ত তাঁদের ওপর এসে পড়ে। আর বহু ক্ষেত্রে তাঁরা হয়ে পড়েন সমাজ সংসার থেকে পরিত্যক্ত।

এরই মধ্যে বছর তিরিশের জনৈকা মহিলা মেরীর কাহিনী যেন নতুন করে আশার আলো জাগায়। বাড়ি তাঁর চেন্নাইয়ের কাছে। তিনি যখন অন্তঃসত্ত্বা তখন হঠাৎ তাঁর স্বামী তাঁকে পরিত্যাগ করেন মেরী এইচআইভি আক্রান্ত জেনে। প্রসবের সময় হাসপাতালে গেলে মেরীকে চিকিৎসা করতে অস্বীকার করেন ডাক্তাররা। তাঁকে বলা হয় অন্য হাসপাতালে যেতে। সেখানেও প্রত্যাখানের ভয়ে মেরী বাধ্য হয়ে বাড়ি ফিরতে থাকেন। কিন্তু পৌঁছনোর আগেই পথের মধ্যে মেরী জন্ম দেন সন্তানের। হাসপাতালের প্রত্যাখানের কথা জানতে পেরে প্রতিবেশীরা মেরীকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেন। অগত্যা মেরীর মা কমিউনিটি হেলথ এডুকেশন সোসাইটি (সিএইচইএস) নামে এক অ-সরকারি সংস্থার শরণাপন্ন হন।

সিএইচইএস অবিলম্বে মেরীর চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তো করলই, তার চেয়েও জরুরী হল, তারা ওই প্রতিবেশীদের বোঝাল যে মেরী কখনই বিপজ্জনক নন। সংগঠন কর্মীরা মেরীর সঙ্গে থাকলেন, তাঁর সদ্যোজাত শিশুকে প্রকাশ্যে চুম্বন করলেন এবং সকলের সামনে মেরীর বাড়ির জল পান করলেন। তাঁরা নিয়মিত মেরীর কাছে যেতে শুরু করলেন এবং তার ফল হল চমৎকার। এখন মেরী তাঁর সেইসব প্রতিবেশীর কাছ থেকেই উদার সমর্থন ও সহায়তা পাচ্ছেন।

ভারত-মার্কিন সম্পর্ক কখনই এর আগে এত ভাল ছিল না। কেউ কেউ বলেন, এটি এক সর্বকালীন শ্রেষ্ঠ সম্পর্ক। সুতরাং এইচআইভি/এইডসের মোকাবিলায় এখন আমাদের সমবেত ভাবে দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে নামতে হবে। আমার বিশ্বাস, সংশিষ্ট ক্ষেত্রে আমাদের যৌথ প্রয়াসের গভীরতাই দুই দেশের সম্পর্কের নৈকট্যকে তুলে ধরছে। তাহলেও আমাদের আরও অনেক কিছু করতে হবে।

মার্কিন সরকার ভারতে এইচআইভি/এইডস রোগের মোকাবিলায় বছরে ৩ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার সহায়তা যোগায়। আন্তর্জাতিক উন্নয়ণ সংক্রান্ত মার্কিন সংস্থা (ইউএসএআইডি) এবং সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল (সিডিসি) এইচআইভি/এইডস কর্মসূচীতে ব্যয় করে ১ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার। এছাড়া ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ (এনআইএইচ) এই রোগের ওপর ভারত-মার্কিন যৌথ গবেষণায় প্রতি বছর বিনিয়োগ করে আরও দেড় কোটি ডলার। শুধু তাই নয়, এইচআইভি, যক্ষা ও ম্যালেরিয়া দূরীকরণে গঠিত আন্তর্জাতিক সহায়তা তহবিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একক ভাবে সবচেয়ে বেশি অর্থ সহায়তা দিয়ে থাকে।

এ ক্ষেত্রে আমেরিকার অ-সরকারি সংগঠনগুলিরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ভারতে সক্রিয় ভাবে কর্মসূচী পরিচালনা করছে বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন, বিল ক্লিনটন ফাউন্ডেশন, রিচার্ড গিয়ার ফাউন্ডেশন এবং এলিজাবেথ গেজার পেডিয়্যাট্রিক এইডস ফাউন্ডেশন। এইসব সরকারি-বেসরকারি অংশীদারি গোষ্ঠীগুলি তথ্য, প্রযুক্তি, গবেষণা ও সম্পদের আদানপ্রদান ঘটিয়ে আমাদের দুই দেশের সম্পর্ককে ক্রমে আরও নিবিড় করে তুলেছে।

ফোর্ড, জেনারেল ইলেকট্রিক, ডেল, ভারত পেট্রোলিয়াম এবং টাটার মতো নানা শিল্প সংস্থাও এই রোগের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত নানান সামাজিক কুকীর্তি যেমন নারী পাচার ও অন্যান্য অপরাধের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে।

মার্কিন সরকারি কর্মসূচীর লক্ষ্য হল, প্রধানত নতুন সংক্রমণ রোধ করা, এইচআইভি ভাইরাসে আক্রান্তদের জন্য জীবনদায়ী ওষুধ এবং অনাথ ও বিপন্ন শিশু সহ আক্রান্তদের পরিচর্যার ব্যবস্থা করা। এইচআইভি/এইডসের টিকা উদ্ভাবনের জন্য মার্কিন ও ভারতীয় বিজ্ঞানীরা এখন যৌথ ভাবে গবেষণা করছেন। তাঁদের যৌথ প্রয়াসে একদিন হয়ত কালান্তক এই ব্যধির প্রতিষেধক আবিষ্কার করা সম্ভব হবে।

নারী ও শিশুর যৌন হেনস্থা এবং ধর্ষণ রোধ করতে আমরা এখন ভারত সরকার এবং কিছু এনজিও-র সঙ্গেও গাঁটছড়া বেঁধেছি। বিগত পাঁচ বছরে মার্কিন সরকার আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রে ৩৪টি ভারতীয় এনজিও-কে ১৮ লক্ষ ডলার দিয়েছে। এই সব কর্মসূচী ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পাচারের শিকার অভিশপ্ত মহিলাদের শোষণ মোকাবিলা, তাঁদের নিরাপত্তা ও পুনর্বাসন দেওয়া, অপরাধ প্রতিরোধ এবং দোষীদের গ্রেপ্তারের বিষয়গুলিও এই কর্মসূচীর আওতায় পড়ে। এ সম্পর্কে একটি উলেখযোগ্য উদাহরণ হল, ভারতের অন্যতম শক্তিশালী মানুষ পাচার রোধ সংগঠন -- 'স্টপ'-কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রয়োজনীয় অনুদান দিয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সংগঠনটি কেবল ২০০৪ সালেই পতিতাপল্লী থেকে ৪৫০ জন অসহায় নারীকে উদ্ধার করেছে। তার জেরে ১৫৫ জন পাচারকারী পুলিশের জালে ধরা পড়েছে এবং তাদের মধ্যে ৬৮ জন দন্ডিত হয়েছে।

এইচআইভি/এইডসের মোকাবিলার মতো নারী ও অল্প বয়সী মেয়েদের রক্ষা করার প্রয়াসেও প্রত্যেকের সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া কর্তব্য। এইচআইভি/এইডসের বিরূদ্ধে এই যৌথ সংগ্রামে শামিল হতে পারা মার্কিন জনগণের কাছে সৌভাগ্যজনক।

****